সবে বলে 'এ বালক মরিল কখন'?
তিনি কন 'তোমাদের কীর্ত্তন যখন।।
জলেতে পড়িয়া পুত্র মরেছে তখন।
এই সেই মরা পুত্র মস্তকে ধারণ'।।
ডাক দিয়া যশোবন্তে বৈষ্ণবেরা কয়।
'মৃত ছেলে কি কারণে রাখিলে মাথায়?
বৈষ্ণবের কথা শুনি যশোবন্তে বলে।
মরেছে বালক মম সাধুসেবা কালে।।
সাধুসেবা হরিনাম শুনে শিশু মরে।
পুত্র নয় সাধু বলে রাখিয়াছি শিরে।।
মরেছে বালক তা'তে নাহিক বিষাদ।
মম ভয় বৈষ্ণবের সেবা হয় বাদ।।
সে কারণে না জানাই বৈষ্ণব সমাজে।
মরা পুত্র গোপনে রাখিনু গৃহ মাঝে।।
হইল বৈষ্ণব-সেবা আনন্দ হৃদয়।
এবে আনিলাম ছেলে বৈষ্ণব সভায়'।।
মৃত পুত্র লয়ে নাচে আনন্দিত মন।
বালকের মুখে হৈল জল উদ্গীরণ।।
বালকের মৃত দেহে সঞ্চারে জীবন।
ধন্য ধন্য করি হরি বলে সাধুজন।।
অন্নপূর্ণা বাঞ্ছাপূর্ণ পুত্র নিল কোলে।
রচিল রসনা মৃত্যুঞ্জয়-কৃপা বলে।।

ভক্ত মুদ্গরের কাহিনী

পুনঃ বৈষ্ণবেরা বসিলেন এক ঠাঁই।
বলে 'ধন্য যশোবন্ত হেন দেখি নাই'।।
মোহ মুদ্গরের বাটি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন।
কৃষ্ণ-ভক্তি বুঝিবারে গেলেন দু'জন।।
ব্রাহ্মণ বেশেতে গিয়া উপনীত তথি।
মুদ্গরে ডাকিয়া বলে 'আমরা অতিথি।।
অতিথিরে দিল সাধু পাক করিবারে।
তিনি পুত্রে পাঠাইল পরিচর্য্যা তরে।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়াছিল জল আনিবারে।
অকস্মাৎ সেই পুত্রে খাইল কুম্ভীরে।।
মধ্যম সন্তান গেল কাষ্ঠ আনিবারে।
বন মাঝে ব্যাঘ্র ধ'রে মারিল তাহারে।।
কনিষ্ঠ সন্তান গেল আনিবারে পাত।
কাল সর্প তার শিরে করিল আঘাত।।
পুত্রের বিলম্ব দেখ মুদগর চলিল।
সাপে বাঘে কুম্ভীরে মেরেছে দেখে এল।।
এইভাবে তিন পুত্র মরে গেল তার।
নিজে এনে দ্রব্য দিল অতিথি সেবার।।
মুদ্গরের নারী আর পুত্রবধূ তিন।
নহে তারা শোকাতুরা বিকার বিহীন।।
ছদ্মবেশে কৃষ্ণ বলে 'শুন মহাশয়!
কাষ্ঠ-পাতা আন্তে গেল তাহারা কোথায়?
মুদ্গর কহিছে 'তারা মহা ভাগ্যবান।
অতিথি সেবিতে তারা ত্যজিয়াছে প্রাণ।
কৃষ্ণ বলে 'ম'ল তব তিনটি নন্দন।
পুত্র শোকে মুদ্গর কাঁদনা কি কারণ?'
মুদ্গর কহিছে 'কেন করিব রোদন?'
পুত্র ম'ল ভাল হ'ল ঘুচিল বন্ধন।।
মায়ার বন্ধন কেটে দিলেন গোবিন্দ।
নির্বিঘ্নে বলিব হরি করিব আনন্দ'।।
কৃষ্ণ বলে 'শীঘ্র যাও ডেকে আন ঘরে।
অতিথি সেবিতে কবে কা'র পুত্র মরে।।
যারে নিল কুম্ভীরেতে উপজিল আসি।
কৃষ্ণ অগ্রে এনে দিল জলের কলসী।।
এইমত তিনপুত্র হ'ল উপনীত।
হরিপদ ধরি সবে ধূলাতে লুণ্ঠিত।।
পরিচয় দিয়া হরি করিল গমন।
অভিমন্যু-শোক পার্থ কৈল সম্বরণ।।'